

# সুধু ইসলামের সমালোচনা হয় কেন?

সাদ্দিক কামরান মির্জা  
ডিসেম্বর ৪, ২০০৪

।সম্মানিত পাঠকদের কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কারণ আমার এ লেখাটি পুনরায় পোষ্ট করতে হল সম্প্রতি পশ্চিমা কাফেরের দেশ ফ্রান্সে মুমিন মুসলিমদের মাঝে তান্ডব বা লঙ্কাকাশু ঘটে যাওয়ার জন্য। সুধু ফ্রান্সে নয়, মুসলিমদের জেহাদী কান্ড ইউরোপের অন্যান্য দেশ যেমন বেলজিয়াম এবং জার্মানেও ছড়িয়ে পড়েছে। সারা পশ্চিমা বিশ্বে অন্যান্য ইমিগ্রেন্ট যেমন—হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি কাউকেই কোন দেশেই কোন সমস্যাতে পড়তে হয় না কেন তার কারণ এবং স্পস্ট-ব্যাখ্যা আমার এই প্রবন্ধ থেকে জেনে নিন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই ‘পিস্ফুল ইসলাম’ আজ সারা দুনিয়ার জন্য একটি মহা কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলাম ধর্মের মূল কোরানিক বিশ্বাসে আমূল সংস্কার না হলে ভবিষ্যতেও মুসলিম ইমিগ্রেন্টরা পৃথিবীর সবদেশেই গন্ডগোল বাধাবে বলেই মনে হচ্ছে।।

মুসলিমদের মাঝে প্রায়ই একটা কথা প্রতিবাদের সুরে বলতে শুনা যায় যে, “সুধু ইসলামের সমালোচনা হয় কেন? কিন্তু অন্য কোন ধর্মের সমালোচনা মোটেই হয় না কেন?”। ইসলাম ধর্মের সমালোচকদের জন্য এটা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ এবং এই প্রতিবাদের প্রতিউত্তর দেওয়া খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। কারণ, সাধারণ মুসলমান অথবা ফ্যানাটিস্ট ধর্মান্ত মুসলিমরা তাদের অন্ধবিশ্বাসের জন্য ইসলামের আজ কি সমস্যা তা মোটেই দেখতে পায় না। তাছাড়া, মুসলিম চিন্তাবিদগণ এব্যাপারে তাদের যতেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আসল সত্য কথা বলছে না বা বলতে সাহস পাচ্ছেনা। কাজেই আমি আমার এই প্রবন্ধে চেস্টা করব এব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করতে।

আমি চেস্টা করবো ইসলামকে একটি আলাদা, ব্যতিক্রমধর্মী, এবং বিশেষ ধর্ম হিসেবে প্রমাণ করতে। আমার বিশ্লেষণের স্টাইলটা হবে কিছুটা অন্য ধরনের। অর্থাৎ কিনা আমি এসব প্রশ্নকারীদের মুখ থেকেই তাদের নিজের প্রশ্নের উত্তর বের করার চেস্টা করব। তাই, এখন আমি এসব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্নকারীদেরকেই আমি প্রশ্ন করব। আমার প্রশ্নগুলো নিম্নরূপঃ

১) আমেরিকা একটি অত্যন্ত বহুজাতিক দেশ (সুপরে-পলুরাল সঁচৈতেয়) এবং দেশে সকল ধর্মের (খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, মুসলিম ইত্যাদি) লোকদেরই বসবাস। কিন্তু, প্রায় প্রতিদিন এদেশের মিডিয়াতে (রেডিও, টেলিভিশন এবং কাগজে) একটা বিশেষ খবর বার বার দেখতে বা শুনতে পাই আর তাহলোঃ **ইসলামিক টেররিষ্ট, ইসলামিক মিলিটেন্ট, মুসলিম টেররিষ্ট, মুসলিম ফেনাটিস্ট এবং আল-কাঁয়দা টেররিষ্ট ইত্যাদি**। আমার প্রশ্ন-এসব শত্রুতীমধুর বিশেষণ আর অন্য কোন ধর্মের নামে কখনো শুনতে পাই না কেন? কেনো এসব উপাধি কখনো অন্য কোন গুষ্ঠি বা গোত্রের নামে শুনা যায় না?

২) উত্তর আমেরিকাতে এবং পশ্চিমা বিশ্বে মুসলিমদের নামে অনেক সঙ্গ/সমিতি আছে যেমন-(AMC, AMA, NABIC, ICNA, ISNA, CAIR ETC.)। এছাড়া, শতশত মুসলিম উম্মা নামক অনেক সমিতি আছে। এসব সমিতির প্রধান কাজ হলো—স্থানীয় মুসলিম অভিবাসী (Muslim immigrants) দেরকে ইসলাম ধর্মের অনেক গুনগান শুনানো এবং বলা হয় যে ইসলাম ধর্ম হলো সকল ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তারা শেখায় যে ইসলাম হলো গিয়ে একমাত্র সত্যিকারের ধর্ম এবং

মুসলিমদের কর্তব্য হলো তাদের জীবন-যাপন ইসলামের আওতায় সিমাবদ্ধ রাখা। এবং মুসলিমগণ তাদের ছেলেমেয়েদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা ও তাদের ছেলেমেয়েদেরকে শিখাতে হবে যাতে তারা এদেশের জীবন পদ্ধতির সঙ্গে মিশে একেবারে বিনাশ না হয়ে যায়। অর্থাৎ হোষ্ঠ-কাফির জীবনধারা থেকে একবারে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। ফলে দাড়ায় যে সুধু মুসলমান ছেলেমেয়েদের অবস্থা ঠিক আইটেম নং ১৩ (নিঁচে পরণ) এর মত হয়।

এখানে আমার প্রশ্ন—আমরা কি এধরনের কোন অবস্থা অন্য কোন ধর্মে (খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি) দেখতে পাই? অন্য কোন ধর্মের অভিবাসীদের মধ্যে কি এধরনের ওস্মাটিক সঙ্গ দেখা যায়? কেনো সুধু মুসলিম অভিবাসীকেই এধরনের ইসলামি-সঙ্গ (**Ummatic organization**) দরকার হয়?

৩) আমরা কি অন্যকোন ধর্মের লোকদের মাঝে নিঁচে বর্ণিত জেহাদী অরগানাইজেশান (**organization**) দেখতে পাই? ইসলামী টেররিষ্টরা প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই তাদের পরিচয় দিয়েছে কোন না কোন ইসলামী অরগানাইজেশনের। যেমনঃ হরকতুল জিহাদ, লঙ্করে তাইবা, য্যায়সে মোহাম্মদ, জিহাদে রসুল, ইসলামিক জিহাদ, হামাশ, হিজবুল্লাহ, সিপা-ই-সাহাবা, তারিক-ই-জাফরিয়ায়ে পাকিস্তান, তাহরীক-ই-নিফাজ-এ-শারিয়াতে মুহাম্মদ, আল হিক্‌মা, জামাতুল-মুজাহিদ্দীন, হিজব-ই-ইসলামী, জাগো মুজাহিদ, হরকতুল মোজাহিদ্দীন, অল-বদর মোজাহিদ্দীন, জামাহ ইসলামীয়া, আরও কত কি? কিন্তু আমরা কি কখনো শুনেছি অন্য ধর্মের কোন টেররিষ্ট তাদের ধর্মকে নিয়ে এরূপ কোন নাম ব্যবহার করতে? এ বিশ্বে আছে কি, অন্য আর কোন ধর্মের নামে এতগুলো টেররিষ্ট অরগানাইজেশন? সোজা উত্তর হল, আমরা অন্য কোন ধর্ম সম্বন্ধেই এরূপ কথা শুনিনি। অন্য কোন ধর্মে জিহাদ শব্দটির অস্তিত্বই নেই। আমার প্রশ্ন হলো—আছে কি অন্য আর কোন ধর্মে এরূপ কোন টেররিষ্ট অরগানাইজেশন? যদি না থাকে তবে বলতে পারেন কি কেন নেই?

৪) আজকের এই আধুনিক বিশ্বে আমরা প্রায় এক ডজন দেশ খুজে পাব যেখানে ইসলামী শারিয়া (হুদুদ) আইনের দ্বারা দেশ শাসন করা হচ্ছে এবং প্রায় সকল মুসলিম মেজরিটি দেশেই পারিবারিক আইন হচ্ছে ইসলামী শারিয়া মতে। আমার প্রশ্ন এখানে—আছে কি একটিও দেশ সারা পৃথিবীতে যেখানে দেশের আইন হচ্ছে বাইবেল অথবা গীতার আইনে? যদি না থাকে তবে তার কারণ কি?

৫) আজ সারা বিশ্বের মানুষ আতঙ্কিত এবং ভীত মুসলমানদের ব্যাপারে। পশ্চিমা বিশ্বে আজ সবাই মুসলিমদেরকে ভয় পায় এবং সন্দেহের চোখে দেখে। মুসলিম টেররিষ্টরা আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ষঁড়যন্ত্র করছে নির্দোষ পশ্চিমা সিভিলিয়ানদেরকে মারার জন্য। সম্প্রতিকালে (২০০৩) জার্মানিতে কিছু টেররিষ্ট ধরা পড়েছে যারা ষঁড়যন্ত্র করছিল ইউরোপে আমেরিকানদের আর্মি হেডকোয়ার্টারে বোমা মারার জন্য। আর্শ্য ব্যাপার যে ওরা সবাই হল মুসলমান। আমার প্রশ্ন—এই টেররিষ্টরা অন্য কোন ধর্মেরলোক হল না কেন? অথবা, এদের মধ্যে কোন ধর্মহীন (**aethiest**) বা কোন গুন্ডাবদমাস থাকল না কেন? এসব মুসলিম টেররিষ্টদের প্রায় সকলেই কিন্তু পাক্কা মুসলিম এবং নিয়মিত মসজিদগামী নামাজী। এসবের মানে কি?

৬) পরিবারের সম্মান রক্ষার জন্য নিজ পরিবারের লোক খুন করাকে (**Honor killings**) আজ সারা বিশ্বের লোক অসম্ভব ঘৃণা করে। এবং এই জঘন্য আদিম প্রথা কেবল মুসলিম পরিবারেই ঘটে

থাকে। এই ভয়াভহ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড অনেক আরব দেশে (সৌদি আরব, জর্দান, পাকিস্তান, ইয়েমেন ইত্যাদি) এবং উত্তর আফ্রিকার কিছু দেশে (সুদান, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া) ঘটে থাকে। এবং এজন্য কাজ কেবল মুসলিম পরিবারেই ঘটে থাকে। যেমন, নাইজেরিয়াতে শুধু উত্তরাঞ্চলের মুসলিমদের মধ্যেই ঘটে; কিন্তু দক্ষিণের খৃষ্টানদের মধ্যে মোটেই ঘটে না। এমনকি, এই বিশিষ্ট ঘটনা বিশ্বের যে কোন দেশে ঘটলেও তাহা সুধু সেদেশের মুসলিম পরিবারেই ঘটে। মোল্লারা অবশ্য বলবেন যে এ প্রকার জন্য কোরানের কোন বিধান নেই। আমার প্রশ্ন—ইসলাম ধর্মের কোন প্রভাবই যদি না থাকবে, তাহলে এই জঘন্য ঘটনা অন্য ধর্মীয় পরিবারে মোটেই ঘটে না কেন? কেন সুধু মুসলিম পরিবারেই ঘটে থাকে?

৭) আজ সারা বিশ্বে ইসলামী টেররিষ্টদের জেহাদী একশনের জন্য সুধু মুসলিমরা পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে ক্ষমা প্রার্থী (**apologetic**)। ইসলামী মোল্লারা ইনিয়-বিনিয়ে বহু চেস্টা করছে ইসলামকে বাচাতে। তারা বলছে—ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম কখনো মানুষ মারার কথা বলতে পারেনা, ইসলামকে হাইজ্যাক করেছে ওসামার লোকেরা ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু তারা কখনো বলে না যে কোরানে **মানুষ মারার জন্য অনেক হুকুম আছে আল্লাহর কাছ থেকে**। আমার প্রশ্ন—আর কোন ধর্মের লোকদেরকেই এরূপ সাফাই গাইতে হচ্ছে না কেন? শুধু মুসলিমদেরকেই এসব করতে হচ্ছে কেন?

৮) “জিহাদ” শব্দটি একটি ভয়ংকর এবং ঘৃণ্য শব্দ হিসেবে গন্য করা হয় সারা বিশ্বে। কিন্তু আমরা জানি এই “জিহাদ” শব্দটি হলো ইসলামের অর্থাৎ কোরানের মধ্যে একটি অতি পবিত্র শব্দ। এবং সুধু তাই নয়, জিহাদ শব্দটি হল শুধু একটি ধর্মেরই মূলধন এবং তার নাম হল ইসলাম। আমার প্রশ্ন—“জিহাদ” শব্দটি শুধুই ইসলামের মূলধন কেন? অন্য কোন ধর্মে কি জিহাদ শব্দ আছে?

৯) নিরীহ মানুষ মারার জন্য বোমা কোমরে বেধে আত্মহত্যা (**Suicide bombing**) শুধু মুসলিমরাই করে। আজকাল এর প্রচলন ব্যাপক। ফিলিস্তানীরা প্রায় প্রতিদিন কোমরে বোমা বেধে নিরীহ ইজ্রাইলীদের মারছে। এবং এসব ফিলিস্তানী যুবকরা কিন্তু ১০০% মুসলিমদের সন্তান। এসব মুসলিম যুবকরা কোরান এবং হাদিছ এর শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে বুকে বোমা বেধে মানুষ মারছে এবং নিজেরাও আত্মহত্যা দিচ্ছে বেহেশতে যাবার আশায়। মজার ব্যাপার হল, ফিলিস্তানে বেশ কিছু খৃষ্টানও আছে যারা ইজ্রাইলের বিরোধে লড়ছে। আমার প্রশ্ন—এইসব সুইসাইডবাজী শুধু মুসলিম যুবকরাই করছে কেন? কোন খৃষ্টান প্যালেস্টাইনী যুবক এসব করছে না কেন?

১০) **মসজিদ এবং ইসলামিক সেন্টার কানেকশন**। একটা বিষয় লক্ষ্যনীয় যে সারা বিশ্বে যেখানেই কোন মুসলিম টেররিষ্ট এ্যারেস্ট হয় বা হয়েছে তারা প্রায় সবাই কোন না কোন মসজিদ বা ইসলামীক সেন্টারের সঙ্গে জড়িত বা নিয়মিত নামাজে এটেস্ট করেছে। আশ্চর্য্য হলেও সত্যি যে লন্ডনের বিখ্যাত ফিনসবারী মসজিদ হল ইউরোপের মধ্যে একটি বড় টেররিষ্ট এর আড্ডাখানা। অতিসম্প্রতি এই লন্ডনের ফিনসবারী মসজিদকে ব্রিটিশ পুলিশ রেইড করে এবং মোট ৭ জন আল-কাঁয়দা টেররিষ্ট এ্যারেস্ট করেছে। তাছাড়া আরও দেখা গেছে যে মুসলিমরা সাধারণতঃ শুক্রবার জুম্মার নামাজের পরে তাদের প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে থাকে। তার কারণ অবশ্য জুম্মার নামাজে ইমামের অগ্নিজড়া জিহাদী ভাষনে মুসল্লিরা জেহাদী-জোঁশে উজ্জীবিত হয় এবং অমুসলিমদের উপর চড়াও হয়। আমার প্রশ্ন এখানে অনেক— যদি ইহাই সত্যি যে মসজিদ, ইসলাম বা মুসলমানরা টেররিজমে কোন

ক্যানেকশন নেই তা’হলে—অন্য কোন ধর্মের উপাশানালায় এইসব টেররিজমের সঙ্গে জড়িত নেই কেন? এসব টেররিষ্টরা কেহই কোন চার্চ, টেম্পল বা মন্দিরের মেস্কার হয় না কেন?, অথবা এরা কেহই কেন হতে পারে না কোন ধর্মহীন (aethiest, agnostic, homosexual) ক্লাবের মেস্কার?

১১) খাটি বা পাক্কা মুসলিমদের মধ্যে থেকেই টেররিষ্টদের জন্ম হয়। দেখা গেছে যে যেখানেই কোন ইসলামি টেররিষ্ট ধরা পড়েছে তার লম্বা দাড়ী এবং তার স্বভাব চরিত্র একজন পাক্কা মুসলিমের ন্যায়। যেমন আমেরিকান তালেবান জনি ওয়াকার লিভ, জাকারিয়া মোসায়ই, পাডিয়া, সু-বম্বার রিড ইত্যাদি এরা সবাই পাক্কা মুসলিম এবং কোন মসজিদের সঙ্গে জড়িত ছিল। আমার প্রশ্ন—কেন তারা কোন মডারেট মুসলিম অথবা তেমন ভাল মুসলিম নয় এমন কোন গ্রুপের হতে পারেনা? কেন সবসময় টেররিষ্টরা সবাইকে পাক্কা মুসলিম হতে হবে? ইহা কি সত্যি নয় যে খুব ভাল মুসলমান যারা কোরান এবং হাদিছের কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস এবং পালন করে তারাই টেররিষ্ট হতে পারে? ইহাতে কিসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? কোরানের শিক্ষাই কি তাদেরকে টেররিষ্ট বানাচ্ছে না?

১২) ধর্মান্তরিত (converted) হওয়া একটি পুরাতন বিষয় এবং সকল ধর্মেই প্রতিদিন শতশত লোক খ্রিষ্টান, হিন্দু, ইসলামে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। আমার প্রশ্ন হলো—কেন শুধু মুসলিম কনভার্টরাই টেররিষ্ট বা তালেবান হচ্ছে, কিন্তু অন্য কোন ধর্মের কনভার্টরা কখনো টেররিষ্ট বা তালেবান মোটেও হচ্ছে না? এর ঠিক কি কারণ থাকতে পারে? এতে কি এটাই প্রমানীত হচ্ছে না যে ইসলামী শিক্ষাই (কোরান, হাদিছ) মানুষকে টেররিষ্ট হতে শেখায়?

১৩) হোস্ট-কাফ্ট্রির লোকের সঙ্গে মুসলিম ইমিগ্রেনদের সংঘর্ষ (Clash of immigrants with the host) প্রভলেম ১০০% ক্ষেত্রেই ঘটছে। বর্তমান বিশ্বে দেখা যায় যে মুসলিমরা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই তারা প্রভলেমে আছে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মেলামেসা নিয়ে। সম্প্রতি (২০০৩) বৃটেনে ইমিগ্রেনদের সঙ্গে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে দাঙ্গা (Riot) হয়ে গেল। কিন্তু যেইসব বিদেশী ইমিগ্রেন এই দাঙ্গাতে জড়িত ছিল তারা সবাই মুসলিম ইমিগ্রেন (পাকিস্তানী এবং বাংলাদেশী)। বৃটেনে পৃথিবীর প্রায় সকল জাতি/সকল ধর্মের ইমিগ্রেন রয়েছে এবং তারা সবাই (মুসলিম ছাড়া) হোস্ট-কাফ্ট্রিতে বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দে বসবাস করছে। এখানে আমার প্রশ্ন—সেই দাঙ্গাতে অন্য কোন ধর্মীয় যুবকরা জড়িত হল না কেন? অভিবাসিদের মধ্যে কোন খ্রিষ্টান বা হিন্দু তাতে জড়িত হল না কেন?

১৪) খাদ্য এবং পোষাকের কোডঃ- জানেন কি মুসলিমদের মাঝে খাদ্য এবং পোষাকে বিশেষ ইসলামি-কোড রয়েছে? পৃথিবীর যে কেহ ইসলাম ধর্মে দিক্ষীত হবে তাকে ইসলামি কোড মেনে চলতে হবে। খাবারের ব্যাপারে অনেক নিষেধ মেনে চলতে হবে এবং পোষাকেও তাকে অনেক বিধি-নিষেধ মানতে হবে। যেমন মেয়েদেরকে হিজাব, বোরখা পড়তে হবে, মেয়েদেরকে ঘরে আবদ্ধ থাকতে হবে। একজন চাইনিজ বা একজন বাংলাদেশী পাক্কা মুসলিমকে এই ইসলামী কোড মেনে তাকে খাবার খেতে হবে এবং পোষাক পড়তে হবে। খাবারের ব্যাপারে তাকে পশ্চিমা স্বাস্থ্যকর এবং হাইজেনিক খাবার ত্যাগ করে হালাল নামক অস্বাস্থ্যকর (unhygeinic) পচা খাবার খেতে হবে। তা’নাহলে তাকে দোজক-বাসী হতে হবে যে। ভাল পাক্কা মুসলিম হতে হলে তাকে ঠিক আরবীয় যোব্বা-ধারী হতে হবে এবং আরবীয় কালচার পালন করতে হবে তার নিজের জাতীয় ঔতিজ্য ত্যাগ করে। কারণ, ইসলাম

শুধু একটি ধর্ম নয়, ইহা আসলে আরব সাম্রাজ্যবাদ ইসলামের নামে। আর সেজন্যই আমরা দেখতে পাই যে প্রায় ১০০% মুসলিম মোল্লারাই সর্বদা আরবীয় পোষাক (যুবকা ও টুপি) পড়ে এবং কখনো সুট-টাই পড়তে দেখা যাবে না। অন্যদিকে খৃষ্টান বা ঈহুদী মোল্লাগন সবাই সুট-টাই পরেই ধর্মকর্ম করে থাকে। **এখানে আমার প্রশ্ন—অন্য আর কোন ধর্মের লোকদের ( গোড়া ঈহুদী ছাড়া) এসব পোষাকী ঝামেলা পোহাতে হয় না কেন?**

**১৫) জোর-জবরধস্থি (Coercive imposition)** করে ইসলামী আইন মানাতে হবে। একমাত্র ইসলামেই ধর্মীয় পুলিশ (মুতাউল্লা) আছে এবং তাদের কাজ হল মুসলমানদেরকে জোর করে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মানতে বাধ্য করা। পাক্সা ইসলামি দেশে (যেমন-সৌদী আরব, ইরান, কুয়েত, নাইজেরিয়া, সুদান, তালেবানি আফগানিস্তান, ইত্যাদি) সাধারণ মুসলমানকে শাস্তি পেতে হবে যদি তারা এই ইসলামী কোড ভঙ্গ করে। নামাজ, রোজা ইত্যাদি রিতিমত পালন না করলে শাস্তি পেতে হবে। নিদেন পক্ষে জেল বা বেত্রাঘাত অবশ্যই পেতে হবে নামাজ বা রোজা না রাখলে। এই সেদিন (২০০৪), ইরানের ইসলামী প্যারাডাইজে মাত্র ১৪ বৎসরের একটি ফুলের মত সুন্দর কচি বালককে ১০১টি দোররা মারা হয় রোজা ভঙ্গ করাতে। মাত্র ৮৪টি দোররা মারার পর সেই বালকটি প্রাণ ত্যাগ করে।

এমনকি আধা ইসলামি দেশ যেমন বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ইত্যাদি মুসলিম দেশে মোল্লারা এবং সাধারণ পাবলিক বারবার তাগাদা দিবে নামাজ বা রোজা রাখার জন্য। এসব মুসলিম দেশে অনামাজীদেরকে সাধারণতঃ খুব হয় চোখে দেখা হয় এবং যারা নামাজ অথবা রোজা না রাখে তাদেরকে ঘৃনার চোখে দেখে থাকে। **আমার প্রশ্ন—এমনটি কি অন্য আর কোন ধর্মে আছে?**

**১৬) খারাপ কাজের জন্য শাস্তিঃ-** একমাত্র ইসলামেই বিধান আছে খারাপ কাজের (যেমন-চুরি করা, জিনা করা, বা খুন করা) জন্য শাস্তি হল-হাত কাটা, মাথা কাটা অথবা পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা। সৌদিআরব, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, সুদান এবং আর ও অনেক ইসলামিক দেশে এসব আইন জারি আছে। এসব আইন কোরানের আইন, অর্থাৎ কিনা—আল্লাহর আইন। **আমার প্রশ্ন—এসব আইন কি আর কোন ধর্মে আছে? আছে কি সারা পৃথিবীতে একটিও খৃষ্টান দেশ, হিন্দু রাজ্য বা ঈহুদি দেশ যেখানে এসব আদিম আইন (হাতকাটা, মাথাকাটা, পাথর ছুড়া) জারি আছে?**

**১৭) ইসলামে ব্রাদার হুডঃ-** কেবল ইসলামেই উস্মাটিক ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ—ইসলামে এক মুসল মান কেবল অন্য মুসলমানকেই ভাই মনে করে এবং অন্য কোন ধর্মের লোককে কখনো ভাই মনে করে না। এটাকে বলা হয় ইসলামিক ব্রাদারহুড। এই ব্রাদারহুডের ব্যাপারে আল্লাহর কড়া নির্দেশ আছে।

**কোরান-৪৯:১০—‘বিশ্বাসী সকল মুসলমানগন একে অন্যের ভাই/অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মিমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে—যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।’**

এই কোরানের আয়াতের শিক্ষায় মুসলিমদেরকে সারা পৃথিবীতে বলতে গেলে একটি আলাদা মানুষের শ্রেণী (Cult) তৈরী করা হয়েছে, যে জন্য সুধু মুসলিমরাই দুনিয়ার অন্য কোন অমুসলিম জাতির সঙ্গে মিলে থাকতে পারে না। আমার এই কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে প্রায় সারা দুনিয়ার প্রায় সকল দেশেই। ইসলামিষ্টগন, আর্থাৎ পাক্সা মুসলিমরা কঠোর ভাবে বিশ্বাস করে যে একজন মুসলিম এমনকি অন্যধর্মের কোন মৃতব্যক্তির জানাজাতেও (Funeral) এ যেতেও ইসলাম (কোরান) মানা করেছে।

তাই দেখা যায় পাক্ষা মুসলিমগন কখনো একজন অমুসলিমের জানাজাতে শরীক হয় না। এর কারণ নিম্নের কোরানের আয়াতটি পড়লেই বুঝা যাবে।

**কোরান- ৯:৮৪-** “আর তাদের মধ্য থেকে কারও মৃত্যু হলে তার উপর কখনো নামাজ পড়বেনা এবং তার কবরে ও দাড়াবেনা। তারা তো আল্লাহ এবং রসুলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে।”

**আমার প্রশ্ন-** এরূপ অমানবীক শিক্ষা কি আর অন্য কোন ধর্মে কেউ শুনেছে? আছে কি অন্য কোন ধর্মে এসব কান্ড? কখনো শুনেছেন কি খৃস্টান বা হিন্দু ব্রাদার-ভূড?

**১৮) ইসলাম এবং দারিদ্রঃ-** দারিদ্রতা এবং ইসলাম পাশাপাশি চলে। একটু নজর দিলেই বুঝা যাবে যে যেখানেই ইসলাম ঠিক সেখানেই দারিদ্র বিরাজ করছে। ইসলাম মানে (**submission to Allah**) আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করা। সাধারণ মুসলিমগন আল্লাহর কাছে সবকিছুর ব্যাপারে নির্ভর করে এবং নিজের ভাগ্য উন্নতি/পরিবর্তনের জন্য সর্বদা আল্লাহর কৃপা প্রার্থী হয়। তারা আল্লাহর উপাশনায়ই বেশী সময় ব্যয় করে এবং ধর্মীয় কাজে অধিক সময় ব্যস্ত থাকে। তাই তারা থাকে কর্ম বিমুক্ত এবং তারা সকল ইচ্ছা বা উদ্দিপনা হারিয়ে ফেলে এবং সর্বদা বেহেশত ও দোজক এর চিন্তায় মগ্ন থাকে। সাধারণ আল্লাহ-বিশ্বাসী মুসলিম তেমন কোন নুতন গবেষণায় মননিবেশ করতে পারেনা। কারণ মুসলিমরা ইসলামের অন্ধবিশ্বাসের জন্য কোন মুক্তচিন্তা করার উৎসাহ পায় না। তাই আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিমরা থাকে অনেক পিছিয়ে এবং আধুনিক বিশ্বের অর্থনীতিতে পশ্চিমা জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় থাকে অনেক পিছিয়ে। ফলে সকল মুসলিম প্রধান দেশই আজ গরিবীতে ডুবে আছে।

তবে আজকের আরবদের মাটির নিচে পাওয়া তেলের টাকায় হটাৎ ধনী হওয়াকে নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়া ঠিক হবে না। তেল আবিষ্কারের পূর্বে আরবগন ভীষন গরিব ছিল এবং এই তেল কিন্তু আরবরা আবিষ্কার করে নাই। পশ্চিমা কাফেররাই আবিষ্কার করেছে এই তেল। মুসলিমরা এমনকি একই দেশে তুলনা মূলকভাবে গরিব হয়। যেমন—নাইজেরিয়াতে উত্তরের মুসলিম অধিবাসিরা খুব গরিব; কিন্তু দক্ষিণের খৃষ্টানগন উত্তরের মুসলিমদের চেয়ে অনেক ধনী। ইউরোপের দেশ আলবেনিয়া এবং বজনিয়াতে মুসলিমরা সংখ্যায় অধিক এবং এই দুটি দেশের লোক ইউরোপের অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক গরিব (**poorest nations in Europe**)। এখানে আমার প্রশ্ন—ঠিক এরূপটি কেন হয়? যেখানেই মুসলিম সেখানেই গরিবী কেন বাসা বাধে?

**১৯) মুসলিম জগত (Muslim world):** পাঠকগন নিশ্চয় জানেন যে এ বিশ্বে মোট দুটি জগৎ আছে? একটি হল মুসলিম জগৎ এবং অন্যটি হল অমুসলিম জগৎ। কিন্তু আশ্চর্য্য হলেও সত্যি যে কোন খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ বা ঈহুদী জগৎ নেই কোথাও। আমার প্রশ্ন—কেন অন্যধর্মের নামে আর কোন জগৎ নেই?

**২০) গনতন্ত্র (Democracy):** গনতন্ত্র নামক শাসন-ব্যবস্থা আজ সারা বিশ্বে একটি নন্দিত শাসন ব্যবস্থা এবং এই পদ্ধতি মানুষেরই তৈরী। বিশ্বের কোন ধর্মেই এই গনতন্ত্রের স্বীকৃতি নেই, অর্থাৎ কোন ধর্মই গনতন্ত্রকে স্বীকার করে না। কারণ ধর্মীয় আইন হল আল্লাহর আইন এবং তাতে মানুষের আইনের কোন জায়গা নেই। তাই কোন ধর্মই (একমাত্র ইসলাম ছাড়া) গনতন্ত্রের দাবি করে না। কিন্তু অবাধ হলেও সত্যি যে আজ ইসলামি মোল্লারা প্রায়ই দাবি করছে যে ইসলাম গনতন্ত্রের সঙ্গে

একেবারে মিল আছে। তারা অহেতুক দাবি করছে ইসলামী শাসনে গনতন্ত্রের কোনই অসুবিধা নেই। এটা আসলেই একটা হাস্যকর (**Laughable**) দাবি বটে। আসলে ইসলাম ধর্ম গনতন্ত্রের সঙ্গে ১০০% পার্শ্বিক অমিল (**Incompatible**)। ইসলামিষ্টরা এটাকে আবার নাম দিয়েছে “ইসলামিক গনতন্ত্র”। এখানে আমার প্রশ্ন—আর কোন ধর্মই এ অহেতুক ফালতু দাবি করছে না কেন? তারা কেন বলছে না—খৃষ্টান গনতন্ত্র, হিন্দু গনতন্ত্র, ঈহুদী গনতন্ত্র অথবা বৌদ্ধ গনতন্ত্র ?

২১) **সেপ্টেম্বর ১১ এর ঘটনাঃ-** ৯/১১ এর ভয়ঙ্কর এবং অতি দুঃখ জনক ঘটনা সারা পৃথিবীর লোক কখনো ভুলবেনা। এদিনটিকে সারা পৃথিবীর লোক শোক-দিবস হিসেবে পালন করেছে এবং ভবিষ্যতেও করে যাবে। কিন্তু জানেন কি, ২০০৩ সালে বৃটেনের ফিন্সবারী মসজিদে এই দিনটিকে ইসলামের সবচেয়ে উজ্জল দিবশ (**Towering day of Islam**) হিসেবে পালন করেছে কিছু ইসলামিষ্ট (Islamic fanatics)।

এই নিষ্ঠুর মুসলিমগন এদিনে মসজিদে বসে আল-কাঁয়দা টেররিষ্টদের কাজকে ইসলামের সেবায় অনেক বড় মহৎ কাজ আখ্যা দিয়েছে এবং তাদের জন্য দোওয়া করেছে আল্লাহর কাছে। এই বিশেষ দলটি লন্ডনে মুসলিম সুপ্রিম কাউন্সিল ঘটন করবে এবং লন্ডনের সবাইকে মুসলিম বানাবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। তারা ইংল্যান্ডকে একটি খাটি শারিয়া দেশ বানাবে এবং ভবিষ্যতে তাদের প্লান হল আমেরিকা এবং সারা বিশ্বকে মুসলিম দেশ বানাবে ও আল্লাহর আইন কায়েম করবে। **আমার পশ্ন হল—আছে কি এরূপ পাগলামী কান্ড অন্য কোন ধর্মের লোকদের মধ্যে? খ্রীষ্টান, হিন্দু অথবা ঈহুদীরা কি কখনো দাবি করেছে যে তারা সারা পৃথিবীকে তাদের স্বধর্মে আনবে?**

২২) **পশ্চিমা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে দোষ দেওয়াঃ-** সারা বিশ্বের মুসলিম এবং ইসলামিষ্টদের মধ্যে অহরহ পশ্চিমা মিডিয়াকে অযথা দোষ দেবার একটা প্রচলিত প্রবণতা দেখা যায়। তারা সবাই Al-Jazeera নামক আরবের মিথ্যার বুলির প্রপাগান্ডাকে বড় বিশ্বাস করে। কারণ, Al-jazeera সদাসর্বদা আমেরিকা-বিরোধী মিথ্যা খবর প্রচার করে থাকে তাই সাধারণ মুসলিমদের জন্য এই আরব মিডিয়াটি খুবই প্রিয়।

মিডিয়াতে খবরের সত্যতা যাচাই করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত রকমের Double Standard দেখা যায়। যেমন পশ্চিমা মিডিয়া (BBC, CNN, MSNBC) তে যদি কোন খবর মুসলমানদের পক্ষে বলা হয়, তা’হলে সেটা তারা একশত গুন বাড়িয়ে সবাইকে বলে বেড়াবে। আর যদি সেই একই মিডিয়া আবার কোন খবর প্রচার করে যাহা মুসলমানদের বিরোধে বলা হচ্ছে, তা’হলে অমনি বলতে শুনা যাবে যে এটা মিডিয়া biased হয়ে মিথ্যা খবর দিচ্ছে। কেউ কেউ আবার আরও একধাপ বাড়িয়ে বলবে আসলে এটা জুইসদের ষড়যন্ত্র ইসলামের বদনাম করার জন্য মিথ্যা খবর ছড়াচ্ছে। যদিও আমরা সবাই জানি যে আজকাল সারা বিশ্বের টেররিজম (১০০%) করছে জেহাদী ইসলামিষ্টগন, সুধু তাই নয়, টেররিজমের কাজটি শেষ করেই ইসলামিষ্টরা তাদের কোন না কোন অতি জেহাদী স্টাইলের নামে (যেমন-যায়াসে মুহাম্মদ, ইসলামিক জিহাদ, আল-কাঁয়দা ইত্যাদি) সেই পবিত্র কাজের দায়ীত্ব অতি গর্বের সঙ্গে স্বীকার করে নিচ্ছে। তবুও পশ্চিমা মিডিয়া যখন বলে যে অমুক ইসলাম, রহমান, মুহাম্মদ বা আহাম্মদ নামক ইসলামী টেররিষ্ট এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তখন প্রায় সকল মুসলিমগনই অভিযোগ করতে শুনা যায় যে “এই দেখ পশ্চিমা ঈহুদী মিডিয়া মুসলমানের বিরোধে মিথ্যা প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে। এইসব পশ্চিমা জুইস প্রভাবিত মিডিয়া সুধু মিথ্যা খবর দিয়ে

ইসলামের বদনাম করছে। ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম কখনো এরূপ কাজে সমর্থন দেয় না ইত্যাদি, ইত্যাদি।”

এখানে আমার প্রশ্ন, কেন অন্যকোন ধর্মের নামে পশ্চিমা মিডিয়া এসব খবর প্রচার করছে না? যেখানে ১০০% ক্ষেত্রেই ইসলামিষ্টরা ক্রমাগত ভাবে এসব জগন্য কাজ করে যাচ্ছে, সেখানে কি পশ্চিমা মিডিয়া বলবে, বা তাদের কি আদৌ বলা উচিত যে এটা হল হিন্দু, খৃষ্টান বা ইহুদীর কাজ?

### নিম্নে আরও কিছু বিষয় বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছিঃ

- ১। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যাহাতে ‘শারিয়া বই’ আছে যাহা দিয়ে কোন একটি জাতিকে শাসন করা যায়।
- ২। কেবল ইসলামেই বিধান আছে যা’ দ্বারা অন্যধর্মের লোকদের উপর জিজিয়া ট্যাক্স (pole tax) বসানো যায়।
- ৩। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যাহাতে কোন রকম পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন একেবারেই নিষিদ্ধ।
- ৫। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যাহা পৃথিবীকে মোট দুইভাগে ভাগ করে। অমুসলিম বা যুদ্ধের দেশ যেমনঃ দারুল হার্ব (Land of warfare-nonislamic nations) এবং দারুল ইসলাম (Land of peace)। এবং ইসলাম মুসলিমদেরকে দারুল হার্বকে যুদ্ধকরে পদানত করার এবং সেখানে দারুল ইসলাম বানাতে উৎসাহ দেয়।
- ৬। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যাহাতে মসজিদ এবং রাষ্ট্রকে আলাদা করা (separation of mosque and state) নিষিদ্ধ আছে।
- ৭। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যাহাতে কোন মুসলিম তার ধর্ম ত্যাগ করলে (Apostate) তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।
- ৮। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যাহা কোন মুসলিম দেশে অন্য কোন ধর্মকে পালন করতে দেয় না এবং মুসলিম রা সাধারণতঃ অন্য আর কোন ধর্মের লোকদেরকে নির্যাতন করাকে ন্যায় স্বঙ্গত মনে করে।
- ৯। ইসলাম ই একমাত্র ধর্ম যাদের নিজস্ব শারিয়া নামক বরবর বা ড্রাকুনিয়ান (draconian) আইন আছে যা দিয়ে মুসলমানদের জীবনকে তার প্রত্যেক পদক্ষেপকে নিয়ন্ত্রন করে মানুষের ইচ্ছার বিরোধে।
- ১০। মুসলমানরাই একমাত্র ধর্মীয়গুষ্ঠি যারা দুনিয়ার কোন দেশেই অবিভাসীরূপে এডজ্যাস্ট (Co-exist) করতে পারেনা এবং প্রায় সেখানে মুসলিম রা হোষ্ঠ-কান্ডিতে সমস্যা হয়ে দাড়ায়।
- ১১। এমনকি মুসলিমগুষ্ঠিতেও (শিয়া, সুন্নি এবং আহম্মদিয়া) মারামারি এবং কাটাকাটি করে। পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নির মারামারি একটি প্রত্যখ্য উদাহরন।
- ১২। ইসলাম ধর্মে সেকুলারিজমের (secularism) কোন জায়গা নেই এবং ধর্মীয় বিধানের কোনরূপ পরিবর্তন করা একবারে নিষিদ্ধ। কোন মুসলমান যদি ইসলামের কোন নিয়মকে বর্তমান যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য চেস্টা করে তবে তাকে ধর্মত্যাগী (Apostate) আখ্যা দিয়ে মেরে ফেলতে বলা হয়।

### উপসংহারঃ

আমার বিশ্বাস যে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরই কেবল দিতে পারে অনেক প্রশ্নের সমাধান কেন



আমাদের সকলের উচিত ইসলামের সমালোচনা এবং চুলচেড়া বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। জোর দিয়েই বলা যায় আজ যে পৃথিবীতে আর একটিও ধর্ম নেই যার অবস্থা ইসলামের মত জটিল এবং সমস্যাপূর্ণ। যারা বলে থাকেন যে সুধু ইসলামকেই কেন সমালোচনা করা হয় কিন্তু অন্য ধর্মকে কেন সমালোচনা করা হয় না তারা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন কেন তাহা করা হয় না! বিজ্ঞানীরা আজ সমস্যাজড়িত রোগ যেমন—এইডস, ডায়াবেটিস, ক্যানসার ইত্যাদি নিয়েই গবেষণা করছে, কিন্তু পুরনো রোগ যেমন—প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, যক্ষা (যাহার বৈজ্ঞানিক সমাধান হয়েছে) নিয়ে আজ আর তেমন গবেষণা করছে না, অথবা বিজ্ঞানীরা সেসব রোগ নিয়ে তেমন মাথা ঘামাচ্ছেনা। তেমনি, খৃষ্টান, বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্মের সমস্যার সমাধান পূর্বেই (কয়েক শত বৎসর পূর্বেই) হয়ে গিয়েছে; অর্থাৎ সেইসব ধর্মের বিষ-দাঁত বহু আগেই ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। তাই মানুষ আর সেসব ধর্ম নিয়ে কথা বলছে না। কিন্তু ইসলাম আজ সারা বিশ্বে একটি বড় সমস্যা। কাজেই এটাত আজ অতি পরিস্কার কেন সুধু ইসলামকেই সমালোচনা করতে হবে।

৯/১১ এর ইসলামিষ্টদের জগন্য টেররিজমের পর অনেক পশ্চিমা রাজনীতিবিদগণের মধ্যে কিছু লোকের একটা ভুল ধারণা জন্মেছে যে বিশ্বের গরীবি (Poverty) এই টেররিজমের জন্য দায়ী। আমি মনে করি এটা তাদের অজ্ঞতা বা চোঁখ থেকেও না দেখার ভান করছে মাত্র। বিশ্বের প্রায় সবদেশেই গরীব মানুষ আছে এবং আফ্রিকা, এশিয়ার বহুদেশেই অত্যন্ত বেশি গরীব লোকের বাস। কই আফ্রিকার কোন অমুসলিম গরীব বা ইন্ডিয়ার কোন হিন্দু গরীব মানুষকেত কখনো দেখিনি বুকে বোমা বেধে নির্দোষ শিশুদের বাসে চড়ে বোমা ফাটতে? গরীব মানুষ অভাবের তারনায় চুরি করতে পারে, ডাকাতি করতে পারে, কিন্তু বুকে বোমা বেধে মানুষ মারার কোন যুক্তি নেই।

৯/১১ এর ১৯ জন আরব টেররিষ্টদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল উচ্চ শিক্ষিত এবং ধনী ঘড়ের ছেলে। তাতেও কি এটাই প্রমাণ হয় না যে টেররিজমের জন্য গরীবিকে দোষ দেওয়া ঠিক নয়? রোগের জীবানুকে দোষ না দিয়ে রোগীকে দোষ দিলে কি সেই রোগের কোন সুরাহ হবে কোন দিন? এইত সেদিন হল্যান্ডের আমস্টারডামে প্রখ্যাত ফিল্ম-ডাইরেক্টর **Ven Gogh** কে দিনে দুপুরে যেই মুসলিম ছেলোট জবাই করেছিল ইসলামি স্টাইলে, সেই ছেলোট কয়েক বৎসর পূর্বেও ছিল একজন সোজা-সরল ভাল ছেলে যার মধ্যে ছিল অনেক সম্ভাবনা এবং অন্যলোকের প্রতি টলারেন্স। কিন্তু সেই না এক মরোক্কোর এক ইসলামী মোল্লার আওতায় যেয়ে **কোরান এবং হাদিছের কিছু ছবক** তার পেটে পড়ল, অমনি সে বনে গেল একজন কাট-খোঁটা পাক্কা জেহাদী মুসলিম নামক নির্ধূর পশু। ছেলোট রাতারাতি **West** কে প্রচণ্ড ঘৃণা এবং অন্যের প্রতি ভীষন ভাবে **Intolerant** মানুষ বনে গেল। সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল আল্লাহ, বেহেশত, দোজক এবং কাফের নিধনের, এবং ইসলামের শত্রুদেরকে শায়েস্তা করার পবিত্র দায়িত্ব পেয়ে গেল সে। এখন আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে কি এবং কেন তার মধ্যে এই চ্যাঞ্জ এসে গেল। আমাদেরকে রুগীকে আর দোষ না দিয়ে সেই রোগের কারণ টিকে চিহ্নিত করতে হবে। তা'নাহলে সেই রোগ কোন দিন ভাল হবার সম্ভাবনা নেই।

এটা অবস্যই সত্যি যে সকল ধর্মীয় ফ্যানাটিজমই (**Fanaticism**) ভীষন খারাপ এবং মারাত্মক হতে পারে। অন্যকোন ধর্মের লোকেরা যদি বর্তমানে সমস্যা সৃষ্টি করে তবে আমাদের উচিত হবে তারও সমালোচনা করা। সম্প্রতি কালের ভারতের গুজরাটের সাম্প্রদায়িক ঘটনার অবস্যই কঠোর সমালোচনা করতে হবে। তবে গুজরাটের ঘটনাকে ইসলামের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না, কারণ এঘটনা সুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইসলামের ন্যায় বিশ্বব্যাপী সমস্যা নয় এই গুজরাটের ঘটনা।

একথা জোড় গলায় বলা যায় যে বর্তমান বিশ্বে ইসলামের ন্যায় এত বড় সমস্যা আর কোন ধর্মে নেই। তাই আমাদের সকলেরই পবিত্র কর্তব্য এই বিষ-দাঁত ওয়ালা ইসলামের কঠোর সমালোচনা করা। আমাদের ইসলাম ধর্মের সাধারণ মুসলিমদেরকে শেখাতে হবে, বুঝাতে হবে, এবং তাদেরকে জ্ঞাত করতে হবে যে ইসলামে আসলেই অনেক সমস্যা রয়েছে যার একটা পরিবর্তন অতি প্রয়োজন। তাই ইসলামের পুরনো সেই মান্দাতার আমলের অনেক ধর্মীয় প্রথার অনেক পরিবর্তন দরকার। তা'নাহলে মুসলিমদেরকে সারা বিশ্বে কঠোর সমস্যায় পরতে হবে, এতে আর আজ কোন সন্দেহ নেই। ধন্যবাদ।